সমকাল

তারিখ ... 21 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... ৫ ...

রোববার সারাদেশে শুরু হয়েছে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। ছবিটি রাজধানীর মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তোলা ■ সমকাল

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরু

প্রথম দিন অনুপস্থিত ১ লাখ ৪৩ হাজার

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গতকাল রোববার থেকে শুরু হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিনে অনুপস্থিত ছিল এক লাখ ৪৩ হাজার ৩১৬ পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে পিইসিতে অনুপস্থিত ছিল এক লাখ এক হাজার ১৭ জন এবং ইবতেদায়িতে ৪২ হাজার ২৯৯ জন। অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে পিইসিতে তিন জনকে বহিষ্কার করা হয়। উভয় পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি অনুপস্থিত ছিল ঢাকা বিভাগে ৫১ হাজার ৭৭১ জন এবং সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে আট হাজার আট জন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

গতকাল অনুষ্ঠিত হয় ইংরেজি পরীক্ষা। আজ সোমবার অনুষ্ঠিত হবে বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। পিইসি ও ইবতেদায়ি উভয়েরই ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, যা চলবে আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। দুই পরীক্ষায় এবার অংশ নেওয়ার কথা ছিল ৩২ লাখ ৩০ হাজার ২৮৮ জন শিক্ষার্থীর।

দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষার প্রথম দিনে গতকাল রাজধানীর অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'শিক্ষাবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করে আগামীতে পিইসি পরীক্ষা বন্ধ করা যায় কি-না বা বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যায় কি-না সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। তবে মন্ত্রিপরিষদের এ বিষয়ে আগে সম্মতি প্রদান করতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য এখন পর্যন্ত পরীক্ষা ছাড়া বিকল্প কোনো পদ্ধতি নেই।'

মন্ত্রী বলেন, 'এবার আমরা এমনভাবে প্রশ্ন সংরক্ষণ করেছি যাতে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। প্রতারক চক্রের আর সুযোগ নেই রোমাঞ্চ উপভোগ করার। এবার আমরা প্রশ্নের অনেকগুলো সেট তৈরি করেছি।'

এবার পঞ্চম শ্রেণিতে পরীক্ষা দিচ্ছে ৩২ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী, অথচ এই ব্যাচেই প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল প্রায় ৪২ লাখ শিক্ষার্থী। গত পাঁচ বছরে প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কখনও কখনও এমনটা হতেই পারে। শিক্ষার্থীরা অন্য স্কুলে যেতে পারে। অন্য দেশেও চলে যেতে পারে। মাইগ্রেশনের কারণেও এমনটা হতে পারে। কারণ গ্রাম থেকে মানুষ শহরে যাচ্ছে। হিসেবেও গরমিলও থাকতে পারে। এটা কোনো বড় বিষয় নয়।'

জানা যায়, প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে ৬৪ জেলাকে এবার বিশেষ আটটি অঞ্চলে ভাগ করে আট সেট প্রশ্নে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিচ্ছে সরকার। দুর্গম এলাকার ২১০টি কেন্দ্রেও বিশেষ ব্যবস্থায় প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ২

প্রথম দিন অনুপস্থিত ১ লাখ

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিনে রাজধানীসহ অন্যান্য শহরের কেন্দ্রগুলোর সামনে ছিল অভিভাবকদের ভিড়। ফলে স্কুলের বাইরে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড যানজট। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থাপনা ভালো না হওয়ায় শিশুদের পরীক্ষার হলে ঢোকাতে ও বের হতে হিমশিম খেতে হয় অভিভাবকদের। এমনকি পরীক্ষা শেষে অনেক অভিভাবকই বাচ্চাদের খুঁজে পেতে দেরি হওয়ায় রীতিমতো কান্নাকাটি করতে দেখা যায়। অভিভাবকরা দাবি করেছেন, পরীক্ষার দিনগুলোতে বড় কেন্দ্রগুলোর সামনে যেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। আর স্কুল কর্তৃপক্ষও পরীক্ষার বাকি দিনগুলোতে যেন তাদের ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করে।